কর্নাটকে ফের ধাক্কা বিজেপির

বেঙ্গালুরু, ১৩ জুন : কংগ্রেসকে চাঙ্গা করে ফের জয় এল। দলীয়প্রার্থী সৌমা রেড্ডি উপনির্বাচনে জয় পেয়েছেন। এই জয় এসেছে বিজেপি প্রার্থীকে পরাজিত করে। কর্নাটকের দক্ষিণ বেঙ্গালুরুর জয়নগর বিধানসভা কেন্দ্রে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী বি এন প্রহ্লাদকে ২,৮৮৯ ভোটে পরাজিত করেছেন সৌমা। জয়ের ব্যবধান খুব কম হলেও অল্পদিনের মধ্যেই কর্নাটকের আরও একটি আসনে জয় অবশ্যই চাঙ্গা করবে কংগ্রেসকে। বেঙ্গালুরুর রাজ-রাজেশ্বরী নগরে জয় পেয়েছিল কংগ্রেস। এবার জয় পেল জয়ানগরে। প্রসঙ্গত, সৌমা রাজ্যের কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রামলিঙ্গ রেড্ডির কন্যা। এই আসনে নির্বাচন হয় গত সোমবার। মোট ১৯ জন প্রার্থী ছিলেন। ভোটদাতার সংখ্যা ২,০৩,১৮৪। অবশ্য ভোট পড়েছে অনেক কম, মাত্র ৫৫ শতাংশ। তবে সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে সৌমার জয়। কারণ বিজেপি নেতা ইয়েদুরাপ্পা যে কোনও সময় কংগ্রেস বিধায়করা বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন বলে হুমকি দিচ্ছিলেন। এছাড়া কংগ্রেস আর কোনও কেন্দ্রে জয় পাবে না বলেও মন্তব্য করছিলেন বিজেপি নেতারা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সৌমার জয় অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। এতে দলই শুধু চাঙ্গা হবে না, চাঙ্গা হবেন দলীয় বিধায়করাও, যাদের প্রতি মুহূর্তে বিজেপির প্রলোভনের মুখে পড়তে হচ্ছে।

নরেন্দ্র মোদীর বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ভাবাবেগই মহাজোটের কারণ : রাহুল

মুম্বই, ১৩ জুন : প্রায় প্রতিদিন নিয়ম করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। মহারাষ্ট্রের ভিওয়ান্দিতে তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীদের করা মানহানির মামলায় তলব করা হয়েছিল রাহুলকে। মঙ্গলবার ভিওয়ান্দির আদালতে সেই মামলার শুনানিতে অংশ নেওয়ার পর তিনি মুম্বই ফিরে আসেন। মুম্বইতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি ক্ষোভ উগ্রাড়ে দেন মোদীর বিরুদ্ধে। রাহুল বলেন, শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতেই সমমনোভাবাপন্ন দলগুলিকে নিয়েই 'মহাগঠবন্ধন' অথবা মহাজোট গড়া প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি বলেন, বিরোধী দলগুলির এই মহাজোটকে প্রধানমন্ত্রী বা বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলগুলির ভাবাবেগ নয়, এই ভাবাবেগ সমস্ত সাধারণ মানুষের।

রাহুল আরও বলেন, তাঁর দল চেষ্টা করছে সব দলের কণ্ঠস্বরকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলে ধরতে এবং সেই কাজই করছে কংগ্রেস। কারণ এই ভাবাবেগ মানুষের, শুধু রাজনৈতিক দলগুলির নয়। যারা বিজেপির বিরোধী তারা সকলেই এই 'মহাগঠবন্ধন'-এ শামিল হচ্ছেন। বিজেপি-আরএসএস এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে এই মহাজোট গড়ে তোলা হচ্ছে। রাহুল আরও অভিযোগ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি তাঁদের বিভিন্ন বন্ধুতাতে সংবিধানকে আক্রমণ করছেন। ধ্বংস করছেন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে। এর ফলে প্রশ্ন দেখা

দিয়েছে, কীভাবে এই মাফিয়াদের থামানো সম্ভব। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি পেট্রোলের ঊর্ধ্বমুখী দাম নিয়েও তাঁর বন্দুক তাক করেছেন কেন্দ্রের দিকে।

রাহুল অভিযোগ করেছেন, বিরোধীরা প্রতি মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে পেট্রোল ও ডিজেলের দামের উপর থেকে পণ্য পরিষেবা কর কমিয়ে দাম কমানোর কথা বলছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা এতে আদৌ আগ্রহী নন। বিমুদ্রাকরণ নিয়েও প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপিকে আক্রমণ করেন রাহুল। চমশিল্প ও বস্ত্রশিল্পের মতো ছোট ছোট বহু শিল্প মুম্বইতে রয়েছে। কিন্তু রাহুলের ভাষায় এই 'গব্বর সিং কর'-এ (জিএসটি) বিপর্যস্ত চর্ম ও বস্ত্রশিল্প। সমগ্র দেশই এই কর নিয়ে হতাশায় ভুগছে। ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের অবস্থা আরও খারাপ। তাই কংগ্রেস তাদের জন্যই লড়াই করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি দেশের বর্তমান পরিস্থিতিকে আগের ইউপিএ শাসনের সঙ্গে তুলনা করেন। কংগ্রেস সভাপতি দাবি করেন, ইউপিএ সরকারের শাসনে অশোধিত তেলের এক ব্যারেলের দাম বেড়েছিল ১৩০ মার্কিন ডলার। অথচ এখন বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের এক ব্যারেলের দাম কমে হয়েছে ৭০ মার্কিন ডলার।

তবে তেলের দাম কেন এত বাড়ছে, সেই প্রশ্ন তুলে কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন, কোথায় যাচ্ছে টাকা? সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করে বলেছেন, দেশের ১৫-২০ জন ধনী ব্যক্তির পকেটে ঢুকছে এই টাকা। রাহুল অভিযোগ করেছেন, তেলের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় সাধারণ মানুষের কাঁধের বোঝাও ক্রমশ ভারী হচ্ছে। তেলের দাম কমানোর জন্য তাঁরা সরকারের কাছে পেট্রোল ও ডিজেলকে জিএসটি-র অধীনে আনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল, মোদী সরকার তাতেও আগ্রহী নয়। তেলের দাম বাড়ার কারণে যে দেশজুড়ে কৃষকরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, সেই দাবিও করেছেন কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর মতে, সম্প্রতি সরকার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ১ পয়সা কমানোর কথা ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণাকে তিনি শুধু হঠকারিতা ও শিশুসুলভই বলেননি, একেবারে দরিদ্র মানসিকতারও পরিচয় বলে মন্তব্য করেছেন। পরে প্রধানমন্ত্রীকে রাহুল ট্যুইটারেও আক্রমণ করেন। সেখানেও তিনি পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ১ পয়সা কমানোর জন্য তীব্র আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রীকে।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন পেট্রোলের ১ লিটারের দাম ৬০ পয়সা ও ১ লিটার ডিজেলের দাম ৫৬ পয়সা কমানোর কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু পরে নিজেদের বিবৃতি সংশোধন করে তারা বলে, লিটার প্রতি ১ পয়সা দাম কমানো হবে। এ নিয়ে দেশজুড়ে যে সন্দেহ দেখা যায়, তার জন্য 'ক্ল্যারিক্যাল মিসটেক'কেই দায়ী করে তারা। আইওসির বিরুদ্ধে এজন্য মন্তব্য না করে রাহুল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদেরই ফের একহাত নিয়েছেন। তেলের দাম যেভাবে কমানো হচ্ছে, তাতে সরকারের খামখেয়ালিপনাকেই দায়ী করেছেন রাহুল। তাঁর মতে, সরকার অযথা তেলের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলছে। জিএসটির আওতায় পেট্রোল ও ডিজেলকে এনে সুরাহা হতে পারে।

১৯ তম আইফা পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান এবার হবে থাইল্যান্ডে। অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে মুম্বইতে সাংবাদিক সম্মেলনে বলিউডের অভিনেত্রী রেখা।

রাজধানীতে কিশোরীকে ধর্ষণ

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : ফুটপাথের এক কিশোরীকে গাড়ির মধ্যে তুলে ধর্ষণ করা হল। দিল্লির বুরারিতে সোমবার রাতে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৩ বছরের ওই কিশোরীর কোনও ঘরবাড়ি নেই। সোমবার রাতে সে রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখনই অভিযুক্ত মেয়েটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার নাম করে গাড়িতে তুলে নেয়। সোমবার রাতে সে রাস্তার ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখনই অভিযুক্ত মেয়েটিকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার নাম করে গাড়িতে তুলে নেয়। এরপর পরিত্যক্ত একটি জায়গায় গাড়িটিকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয় মেয়েটিকে। বিধ্বস্ত অবস্থায় তাকে রাস্তায় ফেলে পালায় অভিযুক্ত। অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্যাতিতা কিশোরীটি রাস্তায় বসে কাঁদছিল। এক পথচারী কি হয়েছে জানতে চাইলে মেয়েটি সবকিছু খুলে বলে। তিনি পুলিশকে ফোন করেন। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সকালের ব্যায়ামের ভিডিও পোস্ট করে ফিটনেস চ্যালেঞ্জ নিতে আহ্বান মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : মাত্র একমাস আগেই ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক বিরাট কোহলির ফিটনেস চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার সকালে প্রধানমন্ত্রী প্রতিদিন সকালে যেসব ব্যায়াম করেন তার ভিডিও পোস্ট করে টেবিল টেনিস তারকা মণিকা বাত্রাকে ফিটনেস নিয়ে চ্যালেঞ্জ করলেন। শুধু মণিকা নয়, কর্নাটকের নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীকেও চ্যালেঞ্জ করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, কুমারস্বামী অতি সম্প্রতি কংগ্রেসের সমর্থনে কর্নাটকে বিজেপিকে সরিয়ে মন্ত্রিসভা গড়েছেন। মোদী যেভাবে তাঁর দিকে ফিটনেস চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, তাতে সন্দেহ করা হচ্ছে এর পিছনেও রয়েছে রাজনৈতিক কৌশল।

প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও পোস্টের উত্তর দিয়েছেন কুমারস্বামী তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে। কুমারস্বামী ট্যুইট করে বলেছেন, ফিজিক্যাল ফিটনেসে তিনিও বিশ্বাসী। তাঁর প্রতিদিনের কাজের মধ্যে যোগা অন্যতম কাজ। তবে রাজ্যের ফিটনেস নিয়ে তিনি যে অনেক বেশি চিন্তিত সেকথা উল্লেখ করে কৌশলে কুমারস্বামীও বলেছেন, এজন্য প্রধানমন্ত্রীর সমর্থন প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই পার্সোনাল ফিটনেস বনাম ফিটনেস অব স্টেট কিন্তু ইতিমধ্যেই বিতর্ক তৈরি করেছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা, এভাবে কুমারস্বামীর মনোভাব বুঝতে চেয়েছেন কৌশলী রাজনীতিক মোদী। কার্যত জেডিএসের জন্যই একক বৃহত্তম দল হওয়া সত্ত্বেও কর্নাটকে মন্ত্রিসভা গড়তে পারেননি বিজেপির বি এস ইয়েদুরাপ্পা। কংগ্রেসের সমর্থনে ইয়েদুরাপ্পাকে সরিয়ে মন্ত্রিসভা গড়েন কুমারস্বামী। তারপর থেকেই বিজেপির সঙ্গে জেডিএস-কংগ্রেস জোটের অলিখিত দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, জেডিএসকে এখনও কংগ্রেসের থেকে আলাদা করে মন্ত্রিসভা গড়ার স্বপ্ন দেখছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী কুমারস্বামীকে ফিটনেস চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বহু বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছেন। কুমারস্বামীও তাঁকে যে উত্তর দিয়েছেন তার মধ্যেও কুশলী রাজনীতিকের পরিচয় রয়েছে। ফিটনেস চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে মোদী আসলে রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ শুরু করেছেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সংকট বাড়ল কার্তির

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরমের পুত্র কার্তি চিদম্বরমের সংকট আরও বাড়ল। কারণ এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলায় জড়িত অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি সম্ভবত তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে চার্জশিট জমা দিতে চলেছে। সিবিআইয়ের বিশেষ বিচারক ও পি সাইনির আদালতে ইডি সম্ভবত এই চার্জশিট জমা দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এয়ারসেল-ম্যাক্সিস চুক্তিতে কার্তি এবং অন্যদের ভূমিকার কথাই এই চার্জশিটে বিশেষভাবে বলা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই মামলায় কার্তির রেকর্ড করা বক্তব্য এবং তাঁকে আর্থিক নয়ছয়ের অভিযোগে নতুন করে জেরা করা তথ্য একইসঙ্গে জমা দেওয়া হচ্ছে। ২০০৬ সালে চিদম্বরম যখন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ছিলেন, সে সময় তাঁকে এয়ারসেল-ম্যাক্সিস মামলায় বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ইডি দাবি করেছে, এয়ারসেল টেলিভেঞ্চার্স লিমিটেড থেকে এএসসিপিএল নামে একটি সংস্থাকে ২৬ লক্ষ টাকা পেমেন্ট করা হয়েছিল। ওই সংস্থাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল কার্তির। সেই কারণে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক দ্রুত ফরেন ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন বোর্ডের অনুমতি দেয় ওই সংস্থাকে। উল্লেখ্য, বিজেপির রাজ্যসভার ফায়ারব্র্যান্ড সাংসদ সুব্রহ্মণ্যম স্বামী অভিযোগ করেছেন, আরও অনেক আগেই কার্তির বিরুদ্ধে এই চার্জশিট দেওয়া উচিত ছিল ইডির। কিন্তু ইডির বেশকিছু অফিসার চিদম্বরমকে সাহায্য করার চেষ্টা করছেন বলেই সমগ্র প্রক্রিয়াটিতে এই বিলম্ব ঘটছে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগেই এইসব ন্যক্কারজনক ঘটনা বন্ধ হয়েছে বলেও দাবি করেছেন স্বামী।

ভাইয়ু মহারাজের আত্মঘাতী হওয়ার পিছনে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব

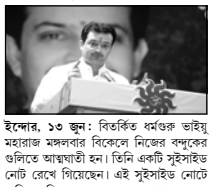

ইন্দোর, ১৩ জুন : বিতর্কিত ধর্মগুরু ভাইয়ু মহারাজ মঙ্গলবার বিকেলে নিজের বন্দুকের গুলিতে আত্মঘাতী হন। তিনি একটি সুইসাইড নোট রেখে গিয়েছেন। এই সুইসাইড নোটে নাকি দাবি করা হয়েছে, হতাশা থেকে আত্মঘাতী হওয়ার সিদ্ধান্ত। কিন্তু সুইসাইড নোট পাওয়ার পরও উঠে এসেছে ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব। মঙ্গলবার ভাইয়ু মহারাজের আত্মঘাতী হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসার পরই মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস এজন্য মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও বিজেপিকে দায়ী করেছিল।

কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ ভাইয়ুকে বিজেপির হয়ে প্রচার ও মন্ত্রী হওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন চৌহান বলেও দাবি করে কংগ্রেস। তারা তাঁর মৃত্যুর আসল কারণ খুঁজে বের করতে সিবিআই তদন্তও দাবি করে। কিন্তু তাঁর আত্মঘাতী হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই ভাইয়ু মহারাজের প্রথম পক্ষের কন্যা কুহু তার বিমাতা আয়ুষীকে মহারাজের আত্মঘাতী হওয়ার জন্য দায়ী করেছেন।

অন্যদিকে আয়ুষী তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে কুহুকেই ষড়যন্ত্রী বলে দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত, ভাইয়ু মহারাজের দু'টি বিয়ে। তাঁর প্রথম স্ত্রী মাধবীর মৃত্যু হয় ২০১৫ সালের নভেম্বরে। দ্বিতীয়বার অর্থাৎ ২০১৭ সালে তিনি বিয়ে করেন আয়ুষীকে। প্রথম পক্ষের কন্যা কুহু (১৮) থাকেন পুণেতে। তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে নানারকম গোলমাল চলছিল বলে দাবি করেছেন কুহু। এই বিতর্কের মধ্যেই একটি সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দেখা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে মৃত্যুর ২৩ ঘণ্টা আগে ভাইয়ুজি সাদা পোশাক পরে ওই হোটেলের একটি রেস্তোরাঁয় এসে বসেন। সেখানে যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণই তিনি ফোনে কথা বলছিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেখানে আসেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী আয়ুষী। দু'জনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ উত্তেজক আলোচনা হয়। এরপর ভাইয়ুজি একাই রেস্তোরাঁ ছেড়ে চলে যান। তাঁর যে সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে, সেখান থেকেও পরিষ্কার, পরিবারের মধ্যে গোলমালের কারণে আত্মঘাতী হয়েছেন ভাইয়ু বলে বিভিন্ন সূত্রে দাবি করা হয়েছে। এই সূত্রটি জানিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই সম্ভবত সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল চলছিল পরিবারের মধ্যে। তবে পুরো বিষয়টি এখনও অজানা। এদিকে ভাইয়ুজির শেষকৃত্যে তাঁর মা, কন্যা ও দ্বিতীয় স্ত্রীকে একসঙ্গে দেখা গেছে। তাঁরা সকলেই সে সময় কাঁদছিলেন।

কোনও কোনও মহল থেকে রাজনৈতিক চাপের কথাও বলা হচ্ছে। আর এই চাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী করা হচ্ছে বিজেপি তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চৌহানকে। কংগ্রেস অভিযোগ করেছে, মধ্যপ্রদেশ সরকার তাদের কাছ থেকে নানারকম সুযোগসুবিধা নিয়ে সরকারকে সমর্থন করার জন্য চাপ দিচ্ছিল ভাইয়ুজির উপর।

বাংলো কেলেঙ্কারি, বিজেপির দিকে আঙুল অখিলেশের

লখনউ, ১৩ জুন : ৬ বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী উত্তর প্রদেশে বাংলো খালি করে দিয়েছেন। যদিও সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের খালি করে যাওয়া সরকারি বাংলোটিতে প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়েছে বলে দাবি করেছে যোগী সরকার। আর এজন্য পাল্টা তাদের দিকেই আঙুল তুললেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান। বুধবার এক প্রকাশ্য জনসভায় সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো এই বাংলো কেলেঙ্কারির কথা নিজেই টেনে আনেন। অখিলেশ বলেন, একের পর এক উপনির্বাচনে পরাজিত হয়ে বিজেপি এখন ইঁদুর দৌড়ের খেলায় নেমেছে। শুরু করেছে ষড়যন্ত্র। বাংলোর কাঠের মেঝে সহ বহু জিনিসই অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে বলে দাবি করে তার ছবিও দেখিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। কেবল বাংলোর একটি দিকের কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, মানুষ ভালবাসায় অন্ধ হয় বলে আমরা এতদিন জানতাম, এখন দেখা যাচ্ছে অপরিসীম হিংসা এবং ঘৃণা থেকেও কেউ কেউ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। জনসভায় অখিলেশ আরও বলেন, বলা হচ্ছে জলের কলগুলিও নাকি খুলে নেওয়া হয়েছে। তিনি ক'টি জলের কল খুলে নিয়ে গেছেন জানালে সব ক'টি ফেরত দেবেন বলেও দাবি করেছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং রাজ্যপাল রাম নায়েককে এ নিয়ে চিঠি দিচ্ছে রাজ্য সরকারের এস্টেট বিভাগ। এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে রাজ্যপাল নাকি বিজেপি সরকারকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশ সরকার আগেই এস্টেট বিভাগকে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীদের বাংলোগুলিতে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালিয়ে যাবতীয় জিনিস ঠিক জায়গায় আছে কি না, তা দেখার নির্দেশ দেয়। এস্টেট বিভাগ জানিয়েছে, বাকি পাঁচটি বাংলোতে সব ঠিকঠাক থাকলেও একমাত্র অখিলেশের বাংলো থেকেই বহু জিনিস হারিয়ে গেছে। এই ঘটনাকে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করে উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী একের পর এক উপনির্বাচনে বিজেপির পরাজয়কেই এই হিংসার কারণ বলে দাবী করেছেন।

৪৮ ঘণ্টা পরও এলজির অফিসে প্রতিবাদ জানাতে হাজির কেজরি ও তাঁর মন্ত্রীরা

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তাঁর মন্ত্রিসভার সহযোগীরা ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর অনিল বাইজলের অফিসে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে, বুধবার সকালেও মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিবাসীকে ট্যুইট করে তাদের লড়াই চলছে বলে জানিয়েছেন। লড়াই শেষে সাফল্য নিয়েও নিশ্চিত কেজরিওয়াল। যদিও এলজির অফিসে এভাবে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের টেনে এনে বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনাকে মোটেই সমর্থন করছে না অধিকাংশ রাজনৈতিক দল। বিজেপি তো বটেই, কংগ্রেসও ভাল চোখে দেখছে না এই বিক্ষোভ প্রদর্শনকে।

যদিও তাদের এই বিরোধিতাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়েই কেজরিওয়াল ও তাঁর মন্ত্রীরা বাইজলের বাংলো তথা অফিসের ওয়েটিং রুমে কৌচের ওপর শুয়ে-বসে দু'টি রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া এদিন ট্যুইট করে বলেছেন, লেফটেন্যান্ট গভর্নর যদি আইএএস অফিসারদের ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা না করেন, তবে তাদের ধর্মঘটও চলবে। আর এ নিয়ে তাঁরা জনগণের দরবারে যাবেন। দিল্লির বিজেপি সভাপতি সতীশ উপাধ্যায় কেজরিওয়াল ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের এভাবে বিক্ষোভ জানানোর তীব্র সমালোচনা করে বলেছেন, আপ নেতা তাঁর সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছেন। মহিলাদের সুরক্ষায় দিল্লি জুড়ে সিসিটিভি বসানো, কর্মসংস্থান সমাধান, রাজধানীর উন্নতি কোনও কাজই তিনি করতে পারেননি। আর সেজন্যই এলজি ও কেন্দ্রের দিকে আঙুল তোলেন।

পদ্ম পুরস্কারের জন্য ১২০০'র বেশি নাম প্রস্তাব, ১৫ সেপ্টেম্বর অনলাইনে সুপারিশের শেষ দিন

নয়াদিল্লি, ১৩ জুন : পদ্ম পুরস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই ১২০০ নাম গিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে। ১৫ সেপ্টেম্বর শেষ দিন ধার্য হয়েছে। অর্থাৎ ওই দিন পর্যন্ত অনলাইনে এই পুরস্কারের জন্য নাম প্রস্তাব করা যাবে। পুরস্কার ঘোষণা করা হবে ২০১৯ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে। ওয়েবসাইটে ইতিমধ্যেই ১,৬৫৪ জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে।

২০১৮'র ১ মে ছিল সুপারিশের প্রথম দিন। প্রথম দিনেই ১,২০৭টি নাম সুপারিশ করা হয়েছে এই পুরস্কারের জন্য। কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রক, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী ব্যক্তিদের নাম এক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়। যোগ্য ব্যক্তিরা যারা প্রকৃতপক্ষে এই পুরস্কার পেতে পারেন, তাঁদের নাম পাঠানোর জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়। এখন অনলাইনেও চালু হয়েছে পদ্ম পুরস্কারের জন্য নাম সুপারিশের সুযোগ।

একমাত্র অনলাইনে নেওয়া হবে সুপারিশ। দেশের সব নাগরিকই পদ্ম পুরস্কারের জন্য অন্য কোনও ব্যক্তির বা নিজের নামও পেশ করতে পারেন। তবে সঙ্গে যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যও দিতে হবে। অনধিক ৮০০ ওয়ার্ডের মধ্যে যাবতীয় তথ্য জমা দিতে হবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে। এজন্য ফরম্যাট পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে।

পদ্ম পুরস্কারগুলির মধ্যে রয়েছে পদ্ম বিভূষণ, পদ্ম ভূষণ এবং পদ্মশ্রী। অসামরিক ক্ষেত্রে এই পুরস্কারগুলি দেশের সর্বোচ্চ পুরস্কার। ১৯৫৪ সালে পদ্ম পুরস্কার প্রথম ঘোষণা করা হয়। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের ঠিক আগেই ঘোষণা করা হয় পুরস্কার প্রাপকদের নাম। শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, চিকিৎসা, সমাজসেবা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জনকল্যাণ, বাণিজ্য ও শিল্পের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য এই পুরস্কার দানের জন্য বিবেচিত হয় না। পদ্ম বিভূষণ পুরস্কার দেওয়া হয় মূলত ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট কাজের জন্য। পদ্ম ভূষণও দেওয়া হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কাজের জন্য।

মহিলাদের মধ্যে যোগ্য প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করার জন্য বিশেষভাবে বলা হয়েছে। এছাড়া সমাজের দুর্বলতম শ্রেণি, তফসিলি জাতি-উপজাতি, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য বিশেষভাবে পুরস্কারের কথা বলা হয়েছে। তবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির কর্মী বা আধিকারিকদের নাম এই পুরস্কার দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। ব্যতিক্রম চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা। তবে তাঁদের নামও পদ্ম পুরস্কারের জন্য সুপারিশ করা যায় না। পদ্ম ভূষণ বা পদ্ম বিভূষণ পেতে পারেন তাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসাধারণ উৎকর্ষ প্রদর্শনের জন্য। চলতি বছরে এই পুরস্কার দেওয়া নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই ১২০০'র বেশি নাম জমা পড়েছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে।

No. LA/G-187/403
OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER
LITTLE ANDAMAN

Hut Bay, dated 12th June, 2018.

TENDER NOTICE

The Divisional Forest officer, Little Andaman Division invites sealed tenders in the prescribed tender form which can be purchased from the Cashier, Divisional Forest Officer Little Andaman, Hut bay on payment of Rs.100/-(Rupees One hundred only)The other details are as under.

Sl no	Name of the Produce	Qty in Nos	EMD	Last Date is issue of tender documents	Date of closing of issue of Tender Documents	Date and timing of opening of tender
1.	Un-husked coconut	8300/-	3000/-	27.06.2018	04.06.2018 1500 hour	04.06.2018 1600 hour

The un-husked coconut shall be delivered at Little Andaman (without packing materials) by the Divisional Forest Officer Little Andaman. The above materials will be opened for inspection on any working days during working hours at Little Andaman before quoting the rate for coconuts by the interested parties. The tenders superscribing **"TENDER FOR SALE OF UN-HUSKED COCONUT"** along with EMD as mentioned against the item in the form of Demand draft/Bank pay order/Bank deposit at call in favour of The Divisional Forest Officer Little Andaman and will be opened as mentioned above in presence of tenderers if any. The Divisional Forest Officer, Little Andaman Division reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning any reason thereof.(Tender documents may also be downloaded from the website And.nic.in. with an amount of Rs100/-(Rupees One hundred only) has to be paid in the form of demand draft along with the downloaded tender documents while participating the tender, failing which tender of such participants will be treated as invalid.

2458/18

Divisional Forest Officer
Little Andaman Division